দৈনিক বাংলা

তারিখ ... 8/9/83 ...
পৃষ্ঠা ... 5 ... কলাম ... 3 ...

009

বিশ্ব সাক্ষরতা দিবস ও বাংলাদেশ

সাক্ষরতার অভাব অথবা নিরক্ষরতা আজকে একটি আন্তর্জাতিক সমস্যার রূপ নিয়েছে। বিশেষত এশিয়া, ল্যাটিন আমেরিকার কোটি কোটি দরিদ্র মানুষসহ বিশ্বের প্রায় ৯০ কোটি লোক নিরক্ষর। অর্থাৎ সারা বিশ্বের প্রাপ্তবয়স্ক লোকের এক তৃতীয়াংশই নিরক্ষর। এছাড়াও নিরক্ষরতার প্রবৃদ্ধি ঘটছে ব্যাপকহারে প্রতিদিন।

উল্লেখ্য যে, অনুন্নত ও উন্নয়নশীল দেশগুলের ক্ষেত্রেই শিক্ষাবঞ্চিত নিরক্ষরদের মিছিলটি দীর্ঘতম। যেহেতু বিশ্ব জনসংখ্যার হার ক্রমিকহারে বৃদ্ধি পাচ্ছে সে হেতু স্বাভাবিকভাবেই নিরক্ষরের সংখ্যা বেড়ে চলেছে। এর ভয়াবহতা বিশ্ব বিবেককে সজাগ করেছে। আজকে বিশ্ব বিবেক আতংকগ্রস্ত। শিক্ষা বিবর্জিত জনগোষ্ঠী সভ্যতা, উন্নয়ন কর্মকান্ড, প্রগতি ও আধুনিকতার এক বিরাট চ্যালেঞ্জ। দেশ ও জাতি গঠন, উন্নয়নমুখী প্রকল্প বাস্তবায়ন এবং যথার্থ প্রগতির ক্ষেত্রে একটি প্রধান অন্তরায়।

নিরক্ষরের মাত্রা স্থিতিশীল নয়। এর মাত্রা ক্রমেই প্রবৃদ্ধি লাভ করছে জনবিস্ফোরণের ভিত্তিতে। তাই সাক্ষরতার সফল্য অর্জিত হলে অত্যন্ত স্বাভাবিক কারণেই জনসংখ্যা বিস্ফোরণের মাত্রাও হ্রাস পেতো। বিশ্বের মানুষের উন্নতি হতো, মঙ্গল হতো। কিন্তু সাক্ষরতা বৃদ্ধি না পেলে মানুষ আরো অজ্ঞ হবে, অলস হবে। স্বাভাবিক উন্নয়ন কর্মকান্ড ব্যাহত হবে। কোন আদর্শই সফলতার মুখ দেখবে না।

ইউনেস্কো কর্তৃক ১৯৮০ সালে প্রকাশিত কমিশনের প্রতিবেদনে আরো বলা হয় যে, সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি না পেয়ে বরঞ্চ নিরক্ষরের সংখ্যা অনবরত বেড়েই চলেছে। সুতরাং নিরক্ষর জনগোষ্ঠীর এই উচ্চতর হার বিশ্বশান্তি বজায় রাখতে ব্যর্থ হবে। সাক্ষরতার কর্মসূচীতে সফলালাভ করবে না।

বাংলাদেশ তৃতীয় বিশ্বের একটি অতি গরীব দেশ। আমাদের শতকরা ৭৮ জনই নিরক্ষর। একটু তুলনামূলক আলোচনা করলে দেখা যাবে যে, ১৯৫১ সালে বাংলাদেশে সাক্ষরতার হার ছিল ২১% ভাগ। ১৯৭৯ সালে তা ২২.২% ভাগে উন্নীত হয়। অর্থাৎ ২৮ বছরের ব্যবধানে সাক্ষরতার হার বেড়েছে ১.২% ভাগ মাত্র। কিন্তু বিশ্বে অন্যান্য দেশের তুলনায় বাংলাদেশের অবস্থা অত্যন্ত নাজুক। রাশিয়ায় ১৯২০ সাল থেকে ১৯৩৯ সাল পর্যন্ত সাক্ষরতার হার বেড়েছিল ৫৭.২%, ইরানে ১০ বছরে (১৯৬১-৭০) ২৪.৩% কিউবায় দু বছরে (১৯৬০-৬২) ১৬%, চীনে ২৫ বছরে (১৯৪৯-৭৪) ৫৫% এবং ১৯৭৫ সালের পরিসংখ্যান অনুযায়ী চীনের মোট সাক্ষরতার হার হচ্ছে ৯৫% এবং দশ বছরে (১৯৬৪-৭৬) নেপালের সাক্ষরতার হার বৃদ্ধি পেয়ে ১০% ভাগ হয়ে ১৯৭৫ সাল পর্যন্ত ৩৬% হল। সে তুলনায় আমাদের প্রতি ১২ বছরে অগ্রগতির গড়পড়তা হার হচ্ছে ১/২% মাত্র।

জাতিসংঘের এক পরিসংখ্যান অনুযায়ী বাংলাদেশে শতকরা ৬৩ জন পুরুষ এবং শতকরা ৮৭ জন মহিলা নিরক্ষর। এছাড়া, ১৯৮০ সালে সারা বিশ্বের প্রাপ্তবয়স্ক পুরুষ ও মহিলার সাক্ষরতার আনুপাতিক হার হচ্ছে ২৩/৩৫। এ হিসেবে আফ্রিকায় ৪৮/৭৩, ১/১ উত্তর আমেরিকায় ১৮হ২৩ দক্ষিণ আমেরিকা, ১/৪ পূর্ব এশিয়া, ৩৯/৬৩ দক্ষিণ এশিয়া, ২/৪ ইউরোপ এবং ৭/১০ উপসাগরীয় এলাকার জন্যে পুরুষ ও মহিলার সাক্ষরতার অনুপাতিক হার প্রত্যক্ষ করা যায়।

বস্তুতঃ তুলনামূলক হারের প্রেক্ষিতে দক্ষিণ এশিয়ার ৫৪ হাজার বর্গ মাইলের বাংলাদেশের সাক্ষরতার হার নেহায়েৎ নগণ্য। তাই নিরক্ষরতার অভিশাপ থেকে জাতিকে মুক্ত করতে হবে। জাতির আর্থ-সামাজিক মুক্তির ক্রান্তিলগ্নে সাক্ষরতার অভিযানে ভূমিকা নেয়া দরকার। সাক্ষরতার সাফল্য ছাড়া কোন কর্মপদ্ধতিই বাস্তবায়িত হবার নয়। নিরক্ষর জনগোষ্ঠীকে অক্ষরদানের ব্যবস্থা সর্বপ্রথমই অবলম্বন করা বাঞ্ছনীয়। সম্ভাব্য উপায়ে বিশ্ব সাক্ষরতা দিবসের সুফল সম্পর্কে ব্যাপক প্রচারের ব্যবস্থা—যেমন বিভিন্ন রঙিন পোস্টার, সংবাদপত্রের মনোরম বিন্যাস, রেডিও-টেলিভিশনে বৈচিত্র্যময় অনুষ্ঠান, চলচিত্র ও বর্ণাঢ্য প্রদর্শনীর আয়োজন করা। আর এসব কিছুই যদি আধুনিক গ্রন্থাগার ভিত্তিক ব্যবস্থায় সুষ্ঠুভাবে অনুশীলিত হয়, তা আরো বাস্তবমুখীন হবে। কেননা বিশ্বের অনেক দেশেই গ্রন্থাগারভিত্তিক প্রচারাভিযান ও শিক্ষা ব্যবস্থা প্রচলনের মাধ্যমে সাক্ষরতার ফলশ্রুতির স্বাক্ষর রাখতে সক্ষম হয়েছে।

মুহম্মদ আবদুস সাত্তার